এগিয়ে চলেছেন মরেসমো

প্রতিভাবান কিন্তু প্রত্যাশানুযায়ী সাফল্য আসছে না। এরকম অবস্থাকে নাম দিয়ে ফেলা হয়েছিল 'মরেসমো সিনড্রোম'। সেই সময়টা আর নেই। মাত্রই কেরিয়ারের সবচে' বড় শিরোপাটা জিতলেন। সামনে আরো সুসময়ের ইঙ্গিত... লিখেছেন **হাসান জামান**

ইয়ানিক নোয়াহ্ এবং ম্যাটস্ উইল্যান্ডারের মধ্যে একটা ম্যাচ চলছে। ৪ বছরের ছোট্ট মেয়ে এমিলি টিভিতে দেখছে খেলাটা। ইয়ানিক নোয়াহ্র খেলা দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, তাকেও খেলতে হবে টেনিস। ঠিক সে সময়েই একটা টেনিস র‍্যাকেট উপহার পেল বাবা-মা'র কাছ থেকে। ব্যস, শুরু হয়ে গেলো চর্চা। সেই ছোট্ট মেয়ে এমিলি আজ এমিলি মরেসমো। মাঝে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছে। সেই সঙ্গে খেলাটাকেও তুলে এনেছে অন্য এক উচ্চতায়।

তবে শুরুর সেই দুর্দান্ত সময়টা মনে হচ্ছিলো যেন পেছনে ফেলে এসেছে মরেসমো। দিগ্বিজয়ী বীরের মতো একে একে সব বাঁধা অতিক্রম করছিলেন। তারপর বড় হয়েই যেন কেমন ঝিমিয়ে গেলো খেলাটা। তার আগে সব সময় নিজের চেয়ে বয়সে বড়দের সঙ্গেই খেলতে পছন্দ করতেন। যেন নিজেকে আরও বেশি উচ্চতায় তুলে নেয়া যায়। আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশন ১৯৯৬ সালে তাকে জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে। মাত্র ১৭ বছর বয়সে জুনিয়র ফ্রেঞ্চ ওপেন আর উইম্বলডন জেতার পুরস্কার এই সম্মান। এরপর ফেডকাপ তো নিজেরই করে নিয়েছিলেন। মাঝে একটা কঠিন সময় পার করেছেন মরেসমো। কোনো কিছুই ঠিকমতো হচ্ছিলো না। ক্রমাগত ব্যর্থতা তাকে কোণঠাসা করে ফেলছিলো। তখনই নিজেকে বদলে নিলেন। আরো আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলতে লাগলেন কোর্টে। দ্রুতগতির কোর্টই তার পছন্দের। ফোরহ্যান্ড আর লংলাইন ব্যাকহ্যান্ড তার সেরা সক্ষমতা। গতিময় সার্ভ করতে পারেন তাই এইস পান নিয়মিত। আর ভলি শটগুলো অসাধারণ। একহাতে নেয়া ব্যাকহ্যান্ড শটগুলো তার শক্তির দিকটা আরো ফুটিয়ে তোলে। কারণ, মেয়েদের টেনিসে এটা খুব কমই দেখা যায়।

পাওয়ার টেনিসে মরেসমো মেয়েদের মাঝে নিজেকে অন্যতম করে তুলেছেন। বছরের শেষ ডব্লিউটিএ শিরোপাটা নিজের করে নিয়েছেন ম্যারাথন ৩ ঘন্টা ৭ মিনিট সময়ে। প্রতিপক্ষ স্বদেশী মেরী পিয়ার্স। অনেকদিন পর এরকম একটা জমজমাট ফাইনাল দেখলো টেনিস বিশ্ব। তবে এই শিরোপা তাকে খুব বেশি পরিতৃপ্ত করতে পারেনি। বরঞ্চ আরও সামনে এগিয়ে যাবার একটা ধাপ হিসেবেই এটাকে দেখছেন মরেসমো। কেরিয়ারে এখনও বড় অতৃপ্তি কোনো গ্রান্ড স্ল্যাম না জেতা। আগামী বছরে সেটাকেই ধরছেন মূল লক্ষ্য হিসেবে। আর এই জয়টা র‍্যাংকিংয়েও একধাপ এগিয়ে নিয়েছে তাকে। বছর শেষে তার অবস্থান ৩ নম্বর। অন্তত একটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা, সেই সঙ্গে র‍্যাংকিংয়ে আরো উন্নতি চাইছেন আগামী বছরটায়।

ছোটবেলা থেকেই দুরন্ত স্বভাব তার। তাই

জয়ের আনন্দে উদ্বেল মরেসমো

স্কিয়িং, গো-কার্টস আর ঘোড়া চালানো তার খুব পছন্দের। প্রিয় সিনেমা দি বোন কালেক্টর, সেই সঙ্গে ডিডোর গান। একটা পশু-খামারের খুব শখ তার। নিজের একটা শিকারী কুকুরও আছে। আর চিরাচরিত ফ্রেঞ্চ বৈশিষ্ট্য- রেড ওয়াইন খুব প্রিয়। তাই বাসায় আছে নিজস্ব সেলার। টেনিস আর অবসর সময়ে এগুলো নিয়েই তার জীবন।

সামনে নিজেকে আরও প্রস্ফুটিত করে তুলবেন, এটাই ভক্তদের আশা। শারাপোভাদের মত মোহনীয় রূপ নেই। তাই পারফর্মেন্সটাকেই বেছে নিয়েছেন নিজেকে জনপ্রিয় করে তোলার হাতিয়ার হিসেবে। মেয়েদের টেনিসে ১৪তম এই নাম্বার ওয়ান (ছিলেন) আরও এগিয়ে যাবেন, এটা সবার প্রত্যাশা।